দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUN 14 1999
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

১১৫

শিক্ষা খাতে নয়া ১৩টি প্রকল্প, বরাদ্দ ৫৬৭ কোটি টাকা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চলতি ১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শিক্ষা খাতে ১৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রায় ৫শ' ৬৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

১৯৯৯-২০০০ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাথমিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে আইডিবির সাহায্যে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শিক্ষা খাত ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

শিক্ষা খাত ঃ ১৩টি প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চলতি বছরের এডিপিতে। এখানে কত টাকা খরচ করা হবে, সে ব্যাপারটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি।

এছাড়া বরগুনায় একটি পিটিআই স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৮ কোটি ২৩ লাখ টাকা ব্যয় হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সাবসেক্টরে গ্রহণ করা হয়েছে ৪টি নতুন প্রকল্প। ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প। ৪শ' ১৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরে গ্রহণ করা হয়েছে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। ঢাকা মহানগরীতে ১০টি উচ্চ মাধ্যমিক সরকারি মডেল বিদ্যালয় (নবম-দ্বাদশ) স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবছর। এজন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। এছাড়া ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে খরচ ধরা হয়েছে ২৬ কোটি ১৭ লাখ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় সাবসেক্টরে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে চলতি বছরের এডি-পিতে। এতে খরচ ধরা হয়েছে ২৫ কোটি টাকা।

১০ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও ইউ-নিভার্সিটি রিসোর্সেস সেন্টারের আরো আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কৃষি অনুষদ চালু করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ অনুষদের জন্য ৩৮ কোটি টাকা খরচ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ও কলেজের উন্নয়নে ১০ কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ইসলামী ফাউন্ডেশনের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরানভিত্তিক কোরান শিক্ষা কার্যক্রম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রকল্পের জন্য ৩০ কোটি টাকা এডিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

এডিপিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিক হারে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি দেশের ৪৬০টি গ্রামীণ থানায় অব্যাহত থাকবে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। সকল স্তরে আরো বেশি মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রমও অব্যাহত থাকবে চলতি বছর। চলতি অর্থবছরের এডিপিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপখাতে শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দের শতকরা ৫৭ ভাগ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।